সাহাবীদের_ঈমানদ্বীপ্ত_জীবনী-

হযরত_সালমান_ফারসী-রাঃ

সম্মানিত উপস্থিতি আজকে আমরা বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সালমান ফারসী রা. এর জীবনী নিয়ে আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ্!

প্রিয় উপস্থিতি এই কাহিনী এমন একজন মানুষের , যিনি মহাসত্যের সন্ধানে ও প্রকৃত দ্বীন সর্বশেষ নবীর খোঁজে অবিরাম ছুটে বেড়িয়েছেন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। ভীষণ ব্যাকুলতা নিয়ে খুঁজে বেড়িয়েছেন, মহান প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের সহজ সরল পথ।

এই কাহিনী হযরত সালমান ফারসী শ্বাসরুদ্ধকর জীবন যুদ্ধের। আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাকে সন্তুষ্ট করুন।

প্রিয় উপস্থিতি!

হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর মুখ থেকেই শুনবো, তার জীবন কাহিনী। আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে কিছুই বলবো না। কেননা তিনিই তো তার জীবন সম্পর্কে অধিক অবগত।

হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, আপন কাহিনীর সূচনায় বলেন,

আমি ছিলাম এক পারস্য তরুণ। ইরানের ইস্পাহান নগরীতে তাইয়ান গ্রামে ছিল আমার বাস। আমার পিতা ছিলেন সেই গ্রামের সবচেয়ে বড় ধনী। সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী। তিনি ছিলেন সেখানের প্রধান ব্যক্তি। সম্মান ও নেতৃত্বের সর্বোচ্চ আসনটি ছিল তারই দখলে। আমার যেদিন জন্ম হয় সেদিন থেকেই তিনি আমাকে ভালবাসতে থাকেন পাগলের মত। তার এই ভালোবাসা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তেই থাকল। এমন কি এক সময়ে কাল্পনিক বিপদ-আপদের আশঙ্কায় তরুণীদের মত আমার জন্য বাড়ির বাহিরে বের হওয়া নিষিদ্ধ করে দিলেন। বাপ দাদার ধর্মীয় অনুসারী হিসেবে অগ্নিপূজার ধর্মীয় জ্ঞানে প্রচুর সাধনা করলাম। ধর্মীয় রীতিনীতি আগ্রহের সাথে মেনে নেওয়ার কারণে সময়ের মধ্যে মানুষের মধ্যে আমার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। এমন কি উপাসনার অগ্নি দিনরাত প্রজ্জ্বলিত রাখার গুরুদায়িত্ব আমার উপর এই উপর ই ন্যস্ত হলো। আমার পিতার ছিল বিশাল ভূ-সম্পত্তি। যা থেকে আমরা প্রচুর ফসল পেতাম। সে ফসল ও জমিনের দেখাশোনার কাজ তিনি নিজে নিজেই করতেন।

একবার জরুরি ব্যস্ততার কারণে পিতার পক্ষে ফসলের ক্ষেতে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি আমাকে বললেন, "ব্যাটা! দেখতেই পাচ্ছো ব্যস্ততার কারণে আজ আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব হবে না। তুমি আজ কাজটি সেরে আসো।"

তার নির্দেশনা মত আমি ক্ষেত-খামার দেখাশোনার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হলাম। কিছুদূর চলার পর সামনে পড়লো খ্রিস্টানদের এক গির্জা। তখন তাদের প্রার্থনা চলছিল । সেই আওয়াজ আমার কানে আসতেই আমি সেদিকে ভীষণ ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। দীর্ঘকাল পিতার স্নেহ বন্ধন আমাকে বাড়ির চার দেয়ালের মাঝে এমন ভাবে বেঁধে রেখেছিল যে, খ্রিস্টানদের ব্যাপারে, তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান নামাজ ও প্রার্থনা আমার কিছুই জানা ছিল না। জানতাম না অন্য কোন ধর্মের কথাও। তাই তাদের প্রার্থনার আওয়াজ শুনতে আমি ঢুকে পড়লাম সেখানে। তারা কি করছে দেখতে। আমি গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে দেখলাম যে, তাদের নামাজ ও প্রার্থনার ভঙ্গি আমার মনে ভীষণ দাগ কেটেছে এবং তাদের ধর্মের প্রতি আমার মনে জন্মেছে গভীর ভালোবাসা।

আমি মনে মনে বললাম, তাদের ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে ভালো। ওই মুগ্ধতা নিয়েই তাদের মাঝে আমার সারাটা দিন কেটে গেল। দিন শেষ হয়ে গেল কিন্তু ফসলের ক্ষেতে আমার আর যাওয়া হলো না।

আমার ভেতরের চিন্তাভাবনার বদল হতে লাগল। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, এই ধর্মের মূল কেন্দ্র কোথায়?"

তারা বলল,"সিরিয়ায়।"

রাত ঘনিয়ে এলো। এখান থেকে আমি সরাসরি বাড়ি ফিরলাম।

আমার কাছে জানতে চাইলেন,"ফসলের কি অবস্থা?" কর্মচারীরা সবাই ঠিকভাবে কাজ করছিল কি-না?

আমি বললাম, বাবা! আমি ক্ষেতের উদ্দেশ্যে রওনা করেছিলাম। যাওয়ার পথে কিছু মানুষকে গির্জায় উপাসনা করতে দেখি। আমি সেখানে প্রবেশ করেছিলাম। তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান দেখে আমি এতটাই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম যে, সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমি তাদের মাঝেই আটকে ছিলাম। ফসলের জমি দেখতে যাওয়ার কোনো সুযোগই আমার হয়নি।"

আমার এসব কৃত কর্মের কথা শুনে বাবা আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন এবং বললেন, "ব্যাটা! হঠাৎ জেনেছো বলেই ওই ধর্মের প্রতি তুমি একটু বেশি মুগ্ধ হয়ে পড়েছ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওই ধর্মের মধ্যে মুগ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো কিছুই নেই। আসল সত্য এটাই যে তোমার পূর্বপুরুষের ধর্ম ও তার চেয়ে হাজার হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ।"

আমি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বাবার বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে বললাম,"তোমার কথা একেবারেই অবাস্তব। বাবা, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি তাদের ধর্ম ও ধর্মীয় আচার -অনুষ্ঠান আমাদের অগ্নিপূজার চেয়ে হাজার হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ।"

আমার এই কথা শুনে পিতা একেবারেই আতঙ্কিত হয়ে মুষড়ে গেলেন। আমার ব্যাপারে ধর্মদ্রোহী হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আমার দু পায়ে বেড়ি পরিয়ে ঘরে বন্দী করে রাখলেন।

এরপর সুযোগ পাওয়া মাত্রই আমি খ্রিস্টানদের কাছে সংবাদ পাঠালাম। "আপনাদের কাছে সিরিয়াগামী কোন কাফেলা এলে দয়া করে আমাকে সংবাদ দিন।"

সৌভাগ্যক্রমে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সিরিয়াগামী একটি কাফেলা তাদের কাছে এলে, তারা অবিলম্বে আমাকে সংবাদটি জানালো। বহু কষ্ট ও সাধনা করে আমি বেড়ি মুক্ত হলাম। গোপনে তাদের সঙ্গে সফর করে একদিন সিরিয়ায় পৌঁছে গেলাম এবং সেখানে পৌঁছার পর জানতে চাইলাম, "খ্রিস্ট ধর্মের প্রধান ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বর্তমানে কে?"

তারা জানালো গির্জার দায়িত্বে প্রধানতম ব্যক্তিটি বিশপ। বর্তমানে এই বিশপই খ্রিষ্টধর্মের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আমি তার কাছে হাজির হয়ে বললাম, "আমি খৃষ্ট ধর্মের আকর্ষনে বহুদূর থেকে এখানে ছুটে এসেছি। আপনি অনুমতি দিলে আমি আপনার সার্বক্ষণিক শীর্ষ হতে চাই। আপনার খেদমত করে আপনার থেকে এই ধর্মের শিক্ষা অর্জন করতে চাই। আমি চাই আপনার সাথে প্রার্থনা করতে এবং আপনার সাথে নামাজ পড়তে।"

আমাকে তিনি সাদরেই গ্রহণ করলেন। আমি তার সার্বক্ষণিক সেবক হয়ে গেলাম এবং আমি অল্পদিনেই বুঝে গেলাম যে জীবন কর্মও স্বভাব-চরিত্রের বিচারে বিশপ ভালো মানুষ নয় । কারণ সে নিজের অনুসারীদেরকে দান খয়রাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন, তাদেরকে শোনান সওয়াবের সুসংবাদ। চিন্তা ভক্ত-অনুরাগীরা যখন নিজেদের দান-খয়রাতের অর্থ-সম্পদ তার হাতে তুলে দেন, এর মাঝে বিলিয়ে দেয়ার জন্য। তিনি তখন সেগুলো লোকদেরকে না দিয়ে নিজের জন্য সঞ্চয় করে রাখেন।

এভাবে দান-খয়রাতের সোনা রুপা দিয়ে তিনি বড় বড় সাতটি কলস পূর্ণ করে ফেলেছেন। এসব অপকৃতি দেখে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ঘৃণাই পরিনত হলো। যখন তার ইন্তেকাল হল এবং তার দাফন কাফনের উদ্দেশ্যে খ্রিস্টধর্মীয় বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সম্মিলিত হলেন। আমি তাদেরকে বললাম আপনাদের এই পাদ্রী ছিলেন পুরোপুরি ভন্ড ও প্রতারক। তিনি আপনাদেরকে দান-খয়রাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। কিন্তু আপনাদের দান খয়রাতের অর্থ সম্পূর্ণটাই আত্মসাৎ করে তিনি নিজের জন্য রেখে দিতেন। কিন্তু একটি পয়সাও গরিব-দুঃখীদের দিতেন না। তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য আমি বললাম, আপনারা চাইলে আমি তার সঞ্চিত ধন-ভান্ডার আপনাদের দেখাতে পারি। তারা বলল ঠিক আছে তাই করো। এই কথা শুনে আমি তার সঞ্চিত ধন- ভান্ডার তাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। তারা সেখান থেকে বড়

বড় সেই সাতটি কলস এখান থেকে বের করে আনলেন যা ছিল সোনা-রূপায় ভর্তি। এসব দেখে তারা ওই পাদ্রীর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর আল্লাহর শপথ নিয়ে বললেন আমরা তাকে দাফন করব না। এরপর তার মৃতদেহ শূলে ছড়িয়ে পাথর ছুড়ে মারতে লাগলেন।

এরপর তারা নতুন এক জন পাদ্রিকে তার স্থানে নিয়োগ করলেন। আমি তার সেবায় আত্মনিয়োগ করলাম। দেখলাম এই পাদ্রী দিনরাত ইবাদতে মগ্ন থাকেন। দুনিয়ার কোন ব্যাপারে তার কোনো লোভ নেই, মোহ নেই, আখিরাতের ব্যাপারে তিনি অতি আগ্রহী।এত ভালো ও ধর্মপ্রাণ মানুষ আমি সারা জীবনে আরেকটি ও দেখিনি। ফলে আমি মন প্রাণ উজাড় করে তাকে সীমাহীন ভালোবেসে তার সেবা করতে থাকলাম। একটি উল্লেখযোগ্য সময় পরিমাণ তার সেবা যত্ন করার সাহচর্য আমার হলো। যখন তার মৃত্যু সময় ঘনিয়ে এলো, তখন আমি তার কাছে নিবেদন করলাম , জনাব! আপনার ইন্তেকালের পর আমি কার কাছে যাব? কার সাহচার্য অবলম্বন করব? এ ব্যাপারে আমি আপনার উপদেশ ও পরামর্শ চাই।

তিনি বললেন ব্যাটা আমি যে মৌলিক আদর্শের উপর আমি প্রতিষ্ঠিত ছিলাম, তা মাওসেলের এক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ সেরকম আছে বলে আমার জানা নেই। তিনি ও আমার মত ধর্মের কোন বিকৃতি ঘটাননি। সুতরাং তার কাছে চলে যাও।

এই পাদ্রীর ইন্তেকাল হয়ে গেলে তার নির্দেশনা মত পাত্রের কাছে চলে গেলাম এবং তাকে বললাম, মৃত্যুর পূর্বে এক পাদ্রী আমাকে উপদেশ দিয়ে গেছেন আপনার সহচর্য অবলম্বন করতে। তিনি আমাকে বলেছেন আপনিও তার মত খ্রিস্টধর্ম আঁকড়ে ধরে আছেন।

সব কথা শুনে তিনি আমাকে নিজের সহচর্যে কবুল করলেন। ধীরে ধীরে আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি অতি উত্তম একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ। তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে আমি তার কাছে আবেদন করলাম, হে মহান ব্যক্তি! আপনার সামনে আল্লাহতালার অনিবার্য হুকুম মৃত্যু এসে গেছে। আপনি বুঝতে পারছেন আমার সম্পর্কে তো আপনার সবই জানা। এখন আমি কার কাছে যাব? এই বিষয়ে আপনার সু পরামর্শ ও নির্দেশনা চাই।

স্নেহশীল পিতার মতো তিনি আমাকে বললেন, হে পুত্র! নাসিবানের এক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ আমাদের মত সঠিক দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে বলে আমার জানা নেই। সুতরাং তুমি সেখানে চলে যাওয়া এবং তার কাছে থাকো।

তার কাফন দাফনের পর আমি নাসসিবানের সেই বুজুর্গ মানুষটির নিকট হাজির হয়ে গেলাম। তাকে পূর্ববর্তী সকল অবস্থা বিশেষ ভাবে পাত্রীর নির্দেশনা সম্পর্কে সব কথা জানালাম। সব শুনে তিনি আমাকে নিজের কাছে থাকার অনুমতি দিলেন। আমি তাঁর সান্নিধ্যে থেকে গেলাম।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝে গেলাম যে পূর্বের দুজনের মতো এই পাত্রী ও খুবই সৎ এবং ধর্মপ্রাণ মানুষ। তবে তার কাছ থেকে আমি খুব বেশি উপকৃত হতে পারলাম না। অল্প দিনের মধ্যেই তার ও মৃত্যু এসে গেল। তখন আমি তার নিকট গিয়ে বললাম, আপনার তো সবই জানা আছে। আমার লক্ষ্য কি? কিসের জন্য আমি ধরনা দিয়ে বেড়াচ্ছি? এখন থেকে ওখানে। সুতরাং আপনার মৃত্যুর পরে আমি কার কাছে যাব? এই বিষয়ে কিছু বলে যান।

আমার নিবেদন শুনে তিনি দরদ ভরা কন্ঠে বললেন, ব্যাটা! আম্মুরিয়ার এক বুজুর্গ ছাড়া আমাদের মত এত শক্ত করে ধর্মকে ধরে আছে বলে আমার জানা নেই। তিনি সেই লোকটির নাম উল্লেখ করে বললেন, মৃত্যুর পর তুমি তার কাছে চলে যাও।

তার পরামর্শ মতো আমি আম্মুরিয়াতে পৌঁছে গেলাম। আমার সকল খবর তাকে খুলে বললাম এবং পূর্বের বুযুর্গের অন্তিম অসিয়তের কথা তাকে জানিয়ে আমাকে তার কাছে থাকার অনুমতি দেয়ার আবেদন করলাম। তিনি অনুমতি প্রদান করলেন এবং আমি তার সাথে থাকা শুরু করলাম।দেখলাম পূর্বের দেখে আসা বুজুর্গদের মতো তিনিও নীতি আদর্শে অবিচল। আর খুবই ধর্মপ্রাণ মহৎ মানুষ। আমি তার ধর্মভীরুতা, নীতি-নৈতিকতা ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রকৃত হতে থাকলাম। তার কাছে থাকাকালীন আমি বেশ কয়েকটি গাভি ও বকরীর মালিক হয়ে গেলাম।

এরপর পূর্ববর্তীদের মতো তারও একসময় মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো। যথারীতি অন্তিম মুহূর্তে আমি তার নিকট গিয়ে বললাম, আমার পূর্বের সকল খবর আপনি জানেন। এবার আমি কার কাছে যাব? কি করব? দয়া করে আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলে যান।

তিনি অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে বললেন, ব্যাটা! আল্লাহর শপথ! বিশাল এই পৃথিবীর মাঝে এখন আর কেউ বেঁচে নেই যে আমাদের মত সত্য ধর্মের নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে আশার কথা এই যে, সেই শুভক্ষণটি অতি নিকটবর্তী হয়ে গেছে যাতে, আরবভূমিতে আত্ম প্রকাশ করবেন একজন মহান নবী। যাকে পাঠানো হবে ইব্রাহিমী ধর্মের অনুসারী করে। যিনি নিজ জন্মভূমি হতে হিজরত করবেন খেজুর বাগান শোভিত অঞ্চলে, যা হবে কালো কালো পাথরে ঘেরা। দুই প্রান্তের মাঝে অবস্থিত তার নবুওয়াতের বেশকিছু সুস্পষ্ট নিদর্শন থাকবে। যেমন, তিনি নিজের জন্য হাদিয়া তোহফা গ্রহণ করবেন এবং সদাকাহ্, যাকাত তিনি নিজের জন্য গ্রহণ করবেন না। তার মোবারক দুই কাঁধের মধ্যভাগে শোভা পাবে মোহরী নবুওয়াত।তিনি কথা শেষ করলেন এই বলে, ব্যাটা! এটা যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয়, আমার মৃত্যুর পর তার সঙ্গে সেখানে গিয়ে মিলিত হবে।

তার মৃত্যু হয়ে গেল। আমি বেশ কিছুদিন আম্মুরিয়াতে থেকে গেলাম। এরই মধ্যে আরবের কালব গোত্রের এক বাণিজ্য কাফেলার সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো।

সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আমি তাদের কাছে প্রস্তাব দিলাম, আমাকে তোমরা আরব দেশে পৌঁছে দিতে রাজি হলে তোমাদেরকে আমার এসব গাভী ও বকরী দিয়ে দেবো। তারা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। আমি ও সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো তাদের হাতে তুলে দিলাম। আমাকে সঙ্গী বানিয়ে তারা চলতে শুরু করলো।

ওয়াদিল কোরা মদিনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছার পর তারা আমার সঙ্গে গাদ্দারি করে বসলো। তারা আমাকে বিক্রি করে বসল জনৈক ইয়াহুদির নিকট ক্রীতদাস হিসেবে। আমি ইয়াহুদীর চাকরি করতে থাকলাম। একদিন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলো তারই কুরাইজা বংশীয় এক চাচাতো ভাই। তিনি আমাকে ওই মালিকের নিকট থেকে কিনে নিলেন এবং সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ইয়াসরিবে। এখানে পৌঁছার পর আমি দেখলাম সেই খেজুর বাগানের দৃশ্য। যার কথা আমাকে বলেছিলেন আম্মুরিয়ার পাদ্রী। তার বর্ণনা অনুসারে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখে মদিনাকে চিনতে আমার কোন ভুল হলো না।তখন থেকে আমি নতুন ইয়াহুদী মালিকের সাথে সেখানেই থাকতে শুরু করলাম।

ততদিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাতে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার দূর্ভাগ্য তখন পর্যন্ত তার সম্পর্কে আমার কানে কোনো কথাই এলো না। তার সম্পর্কে কিছুই আমার জানা হলো না।কারণ গোলামের জীবন দিনরাত মনিবের কাজ কর্মে আমাকে ভীষণ ব্যস্ত করে রেখেছিল।

এরপর তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে গেলেন। একদিন আমি মনিবের খেজুর বাগানে একটি গাছের উপর চড়ে কাজ করছিলাম সেই গাছের নিচে বসা ছিলেন মনিব। এমন মুহূর্তে তার কাছে এলেন তার এক চাচাতো ভাই এবং বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা মদিনার আউস ও খাজরার গোত্রকে ধ্বংস করুন। তারা এখন কুবাতে সমবেত হয়েছে একটি লোককে কেন্দ্র করে। যিনি মক্কা থেকে আজই মদিনাতে এসেছেন এবং যিনি নিজেকে নবী বলে দাবি করে থাকেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই সংবাদটি আমার কানে ঢোকা মাত্রই আমার শরীরে যেন জ্বর এসে গেল। সারা দেহ প্রচণ্ড ভাবে কাঁপতে থাকলো। আমি ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে পড়লাম। আমার আশংকা হলো, হয়তো আমি এখনই মনিবের মাথার ওপর পড়ে যাব।

আমি অতিদ্রুত ওই গাছ থেকে নেমে ওই লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি যেন বলেছিলেন! আরেকবার বলুন তো?

আমার মনিব ভীষণ ক্ষেপে গেলেন এবং আমাকে জোর একটি ঘুষি মেরে বললেন, এটা নিয়ে তোর মাথা ব্যথা কেন? তোর কাজে তুই যা।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে আমি আমার কিছু জমানো খেজুর নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

তার সামনে হাজির হয়ে বললাম, আমি জেনেছি আপনি খুবই একজন ভালো মানুষ। কিছু সঙ্গী আছেন যারা দেশ ছেড়ে এই মুহূর্তে কিছু খাদ্যের ও অর্থের অভাবে পড়ে গেছেন। আমার কাছে এই সদাকার খেজুরগুলো ছিল। আমার মনে হলো , আপনারাই এর বেশী হকদার।এই বলে আমি তাঁর সম্মুখে খেজুরগুলো রেখে দিলাম। তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, এই নাও। তোমরা এগুলো খাও। তিনি নিজে একটি খেজুর ও খেলেননা। সবই সঙ্গীদের দিয়ে দিলেন।এটা দেখে আমি মনে মনে বললাম, যাক একটি আলামত পেয়ে গেলাম। এরপর আমি ফিরে এলাম।আবারও খেজুর জমানো শুরু করলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কুবা থেকে মদিনা আসলেন, তখন আমি তার খেদমতে হাজির হয়ে বললাম, আমি প্রথমবার বুঝতে পেরেছি আপনি সদাকার খাদ্য খাবার নিজে গ্রহণ করেন না। এজন্য আপনার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ হাদিয়া হিসেবে এই খেজুরগুলো এনেছি। এবার তিনি নিজেও খেলেন এবং সঙ্গীদরকে ও নিজের সঙ্গে খেতে বললেন। আমি মনে মনে বললাম এবার দ্বিতীয় আলামতটাও মিলে গেল।

এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম মদিনার বিখ্যাত কবরস্থান বাকিউল গারগাদে। সেখানে তিনি একজন সাহাবীর দাফন কাজে অংশগ্রহণ করছিলেন। আমি দেখলাম তিনি বসে আছেন। তার শরীরে ছিল মোটা দুইটি চাদর। আমি প্রথমে তাকে সালাম দিলাম। তারপর তার মোবারক পিঠের দিকে তাকিয়ে পেছনে এসে দাঁড়ালাম। যেন আম্মুরিয়ার পাদ্রী বর্ণিত মোহরে নবুওয়াত দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আমাকে বারবার তার পিঠ মোবারক এর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলেন তিনি আমার মতলব বুঝতে পারলেন।তাই তিনি পিঠ মোবারক থেকে চাদর ফেলে দিলেন এবং তাকাতেই আমি নবুয়তের মোহরটি দেখতে পেলাম। সকল নিদর্শন মিলে যাওয়ার ফলে আমার সব সংশয় দূর হয়ে গেল।আমি নবী কে চিনে ফেললাম এবং নিচু হয়ে সেখানে চুমু দিয়ে আনন্দে কাঁদতে থাকলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার অবস্থা দেখে বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ব্যাপার কি বলতো?

আমার পুরো কাহিনী তাকে শোনালাম। সত্যের জন্য আমার দীর্ঘ সংগ্রামের কাহিনী শুনে তিনি মুগ্ধ হলেন। তাঁর আগ্রহের কারণে সাহাবীদের কেউ নিজ মুখে আবার আমার কাহিনী শোনাতে হলো। তারাও শুনে ভীষণ আনন্দিত হলেন।

সালাম ও অভিবাদন সালমান ফারসীর প্রতি! যেদিন তিনি সর্বত্র সত্য সন্ধানে অবিরাম সাধনা ও সংগ্রামের দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন। সালাম ও অভিবাদন সালমান ফারসীর প্রতি যেদিন তিনি সত্যকে চিনে তার প্রতি সুদৃঢ় ও ঈমান এনেছিলেন। সালাম ও অভিবাদন তার প্রতি যেদিন তার ইন্তেকাল হয়েছে এবং পরকালে যেদিন তিনি পুনরুত্থিত হবেন।